শাবনূর কি জিরো সাইজ হচ্ছেন?

ডিলান হাসান

বালিউডে নায়িকাদের মধ্যে ‘জিরো সাইজ’ হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। দেহের মেদ ঝরিয়ে ‘লিন অ্যান্ড থিন’ বা পাতলা হয়ে তারা পর্দায় উপস্থিত হচ্ছেন। কারিণা কাপুর, প্রিয়াঙ্কা চোপড়ারা ইতোমধ্যে ‘জিরো সাইজ’ হয়ে পর্দায় উপস্থিত হয়েছেন। আমাদের দেশের চলচ্চিত্রে নায়িকাদের মধ্যে এ ধরনের প্রবণতা নেই বললেই চলে। বরং কে কতটা স্থুল দেহ নিয়ে পর্দায় হাজির হতে পারেন, তা লক্ষ্যণীয়। সচেতনতার অভাব। তবে এ সময়ের শীর্ষ নায়িকা সচেতন হয়ে উঠেছেন। ‘জিরো সাইজ’ হওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন বলে মনে হয়। এই কয়েক মাস আগেও যেখানে তার শারীরিক গঠন এবড়ো-থেবড়ো হয়ে গিয়েছিল, তাকে দেখে আড়ালে-আবডালে বলতেন ‘মুটিয়ে গিয়েছেন’ এখন আর শাবনূর চলবে না– এখন তারাই দেখে চমকে উটে বলছেন ‘এ কোন শাবনূর’। এ বছরের শুরুর দিকে তিনি অস্ট্রেলিয়া গিয়েছিলেন, সেখান থেকে ফেরার পর তাকে দেখে অনেকেই চমকে গিয়েছিলেন। মেদহীন ঝরঝরে তার শরীর। এ শরীর নিয়েই তিনি শুটিং করেন ঋদ্ধি টকিজের ‘পিরিতির আগুন জ্বলে দ্বিগুণ’ সিনেমায়। এ সিনেমায় দর্শক তাকে নতুন রূপে দেখবেন। আবার গত আগস্টে তিনি গিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ায়। প্রায় দুই মাস সেখানে অবস্থান করেন। ফিরেন ঈদের আগের দিন। এরই মধ্যে তাকে দেখে অনেকে চমকে গিয়েছেন। অধিক বিস্ময়ে আবারও মন্তব্য করেছেন, ‘এ কোন শাবনূর’। কারণ আগের চেয়েও ‘স্লিম’ হয়ে এসেছেন তিনি। ফলে অনেকে প্রশ্ন করেছেন, শাবনূর কী তাহলে ‘জিরো সাইজ’ হতে চাচ্ছেন? আবার অনেকে রসিকতা করে মন্তব্য করেছেন, ভালই হয়েছে বাংলাদেশ থেকে খেয়ে অস্ট্রেলিয়া গিয়ে মেদ ফেলে এসেছেন। এখন দেখার বিষয়, এই মেদহীন শরীর শাবনূর কতদিন ধরে রাখতে পারবেন, নাকি অস্ট্রেলিয়ায় ঝরিয়ে আসা মেদ আবার শরীরে লাগাবেন।

দশকের পর দশক থেকে যেতে চাই

প্রতি ঈদ মৌসুমেই আসে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সঙ্গীত তারকা বেবী নাজনীনের নতুন অ্যালবাম। এবার ঈদেও সঙ্গীতা থেকে মুক্তি পেয়েছে খুব বেশী ভালবাসি। এই বিষয়সহ অন্যান্য বিষয়ে কথা বলেছেন বেবী নাজনীন :

ঈদে মুক্তি পাওয়া নতুন অ্যালবাম ‘খুব বেশী ভালবাসি’সম্পর্কে বলুন-

গান তৈরীর ক্ষেত্রে সময় এবং শ্রোতামহলের পছন্দের বিষয়টি আমি যতটা সম্ভব গুরুত্ব দেই। এই অ্যালবামের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। এটি আমার ৩৮তম একক। যদিও সময় খুবই কম ছিল এর মাঝেও আমি নিজেও গান রচনা এবং সুরারোপ করেছি এই অ্যালবামে।

আর কারা কাজ করেছেন আপনার অ্যালবামে-

গীতিকার-সুরকার চলচ্চিত্র নির্মাতা গাজী মাজহারুল আনোয়ার, সাংবাদিক আবদুর রহমান, দেলোয়ার আরজুদা শরফ, প্রদীপ সাহা লিখেছেন গান। সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন আলাউদ্দিন আলী, মানাম আহমেদ, সোহেল নিজামী, এস আই টুটুল, প্লাবন কোরেশী।

অ্যালবামের সাড়া কেমন পাচ্ছেন-

খুবই ভাল। শিল্পীমহল এবং ভক্তদের ফোনে গানের প্রশংসা পাচ্ছি। অনেকেই বলেছেন গানের মান অনেক ভাল হয়েছে। কোম্পানি জানিয়েছে ঈদের পরে রি-অর্ডার রয়েছে ব্যাপক।

৯০ দশক থেকে টানা প্রতি ঈদেই আপনার নতুন একক প্রকাশিত হয়, এই সম্পর্কে বলুন-

এটা আমার সৌভাগ্য। সঙ্গীতপ্রিয় শ্রোতামহলের হৃদয়ে এভাবেই আমি দশকের পর দশক থেকে যেতে চাই।

অডিও'র বাইরে চলচ্চিত্রের গানেও আপনি এক ব্যস্ত মানুষ, চলচ্চিত্রের গান কেমন হচ্ছে-

এখনতো চলচ্চিত্র পুনরায় প্রাণ ফিরে পেয়েছে। এখন সবই ভাল ছবি তৈরী হচ্ছে। প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোন ছবির গানে কণ্ঠ দিচ্ছি। এবার ঈদে মুক্তি পাওয়া অনেক ছবিতেই আমার একাধিক গান রয়েছে।

সঙ্গীত নিয়ে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বলুন-

সঙ্গীত আমার পেশা, সঙ্গীত আমার পরিচয়, আর এই পরিচয়েই আমি ধন্য। সঙ্গীতে আরো সমৃদ্ধ হওয়াই আমার প্রতিদিন এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা।

কাজের মানুষ : এক অন্য রকম ভূমিকায় ডিপজল

ডিলান হাসান ঃ ১২ মাসে ১২ সিনেমা নির্মাণের মিশন নিয়ে এগিয়ে চলেছেন ডিপজল। তিন বছর পর চলচ্চিত্রে ফিরেই ঘোষণা দিয়েছেন প্রতি মাসে একটি সিনেমা মুক্তি দেবেন। এ লক্ষ্য নিয়ে তার প্রযোজনা সংস্থা থেকে নির্মিত হচ্ছে একের পর এক সিনেমা। তিন বছর পর তার এই ভিন্ন চিন্তাধারার পথ চলা শুরু হয়েছে ঈদে 'মায়ের হাতে বেহেস্তের চাবি' মুক্তি দেয়ার মাধ্যমে। ইতোমধ্যে নতুন দুইটি সিনেমার নির্মাণ কাজও শেষ করেছেন। একটি এফ আই মানিক পরিচালিত 'এ দেশ তোমার আমার'। অন্যটি মনতাজুর রহমান আকবর পরিচালিত 'কাজের মানুষ'। প্রথমটি মুক্তি পাবে এ বছরের বিজয় দিবস উপলক্ষে। আর 'কাজের মানুষ' আগামী কোরবানী ঈদে মুক্তি দেয়ার চিন্তা-ভাবনা রয়েছে। সিনেমাটি সম্পর্কে মনতাজুর রহমান আকবর বলেন, আমাদের সমাজ ও পরিবারসহ প্রায় সর্বত্র কোন না কোন অন্যায় কাজ হচ্ছে। মানুষের ভেতর শুভ চেতনা হ্রাস পাচ্ছে। বিবেক ক্ষয়ে যাচ্ছে। ফিকে হয়ে যাওয়া এই বিবেক 'কাজের মানুষে'র মাধ্যমে উপস্থাপন করে মানুষের মধ্যে নাড়া দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। সিনেমাটিতে বিবেকবান এক মানুষের চরিত্রে অভিনয় করেছেন ডিপজল। যাকে মানুষ একজন ভয়ংকর লোক হিসেবে জানেন। অথচ তিনি ভয়ংকর নন। এমনই এক জটিল চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। সিনেমাটিতে রেসী তার নায়িকা। বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে এভাবে- রাজ্জাক সাহেবের বাড়িতে তার ভাতিজি রেসী। বাড়ির ছেলে-মেয়েরা তার উপর নির্যাতন চালায়। অন্যদিকে বাড়িতে কাজের লোক হিসেবে অন্য এক মিশন নিয়ে ঢুকেন ডিপজল। পরিচয় হয় রেসীর সঙ্গে। তাদের মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। ডিপজল অন্যায় আর অবিচার থেকে মুক্ত করেন রেসীকে। আকবর বলেন, সিনেমাটিতে বিনোদনের মাধ্যমে দর্শকদের সামনে একটি ম্যাসেজ তুলে ধরা হবে। এই ম্যাসেজের মাধ্যমেই তারা সিনেমাটি উপভোগ করবেন। আনন্দিত হবেন আবার কাঁদবেন। গল্পটি এরকমই। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন- রাজ্জাক, ডিপজল, মিজু আহমেদ, মিশা সওদাগর, রত্না, রেসী, রুমানা, সম্রাট, জায়েদ খান, আমান প্রমুখ।

যাদু মিউজিক এখন যাদু ইভেন্ট

স্টাফ রিপোর্টার ঃ যাদু মিউজিকের নতুন প্রকাশনা নেই। এই প্রতিষ্ঠানটি এখন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ব্যবসায় যুক্ত হয়েছে। পপ সম্রাট মাইকেল জ্যাকসন স্মরণে একটি কনসার্ট করার মাধ্যমে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রম শুরু করে। গেল ঈদের আগেই যাদু মিউজিক থেকে নতুন অডিও প্রকাশিত হয়। প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার শওকাত বলেন, অডিও ব্যবসায় আমার চেয়ে বড় কোম্পানীগুলোর গতি রোধ হয়ে গেছে সেখানে আমিতো অনেক ছোট কোম্পানী। মোট কথা, অডিওর হাল দেখেই যাদু মিউজিক এখন যাদু ইভেন্টে পরিণত হচ্ছে।

তানভীর মোকাম্মেলের স্বপ্নভূমি পুরস্কৃত

বিনোদন ডেস্ক ঃ নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিতব্য 'ফিল্ম সাউথ এশিয়া ২০০৯'-এ তানভীর মোকাম্মেল পরিচালিত 'স্বপ্নভূমি (দি প্রমিজড ল্যান্ড) প্রামাণ্যচিত্রটি দ্বিতীয় সেরা প্রামাণ্যচিত্র হিসেবে পুরস্কার পেয়েছে। জাপানে থাকার কারণে পরিচালক তানভীর মোকাম্মেল উৎসবে উপস্থিত থাকতে পারেননি। তবে 'স্বপ্নভূমি' ইউনিটের পক্ষ থেকে কাঠমান্ডু চলচ্চিত্র উৎসবে উপস্থিত ছিলেন ছবিটির আবহসঙ্গীত পরিচালক সৈয়দ সাবাব আলী আরজু ও সহকারী গবেষক মোহাম্মদ হাসান। এছাড়াও ইয়াসমিন কবির পরিচালিত 'দি

লাস্ট রাইটস' প্রামাণ্যচিত্রটি রাম বাহাদুর ট্রফিতে সেরা ছবি হিসেবে পুরস্কার পেয়েছে।

আজ ধারাবাহিক খোঁজ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বাংলাভিশনে আজ রাত ৮:১৫ মিনিটে প্রচার হবে ধারাবাহিক নাটক 'খোঁজ।' রাজিবুল ইসলাম রাজিব ও সজল চৌধুরীর রচনা এবং রাজিবুল ইসলাম রাজিবের পরিচালনায় নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ে করেছেন– আবুল হায়াত, চিত্রলেখা গুহ, তনিমা হামিদ, আবুল কালাম আজাদ, ইন্তেখাব দিনার, নাজনীন হাসান চুমকি, শতাব্দী ওয়াদুদ, আসাদুজ্জোহা আসাদ, সাজ্জাদ রেজা, সোনিয়া, তপন শায়ের প্রমুখ। কাহিনী সংক্ষেপ : মালয়েশিয়ায় পড়াশোনা শেষ করে এখন থাইল্যান্ডে চাকরি করছে মুমু। মুমুর যেদিন জন্ম হয়, তার বাবা শাহজাহান সাহেব সেদিনই বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে থাইল্যান্ডে চলে আসে একটা মিথ্যা মামলার কারণে। মুমুর জন্মের সময় মা'ও মারা যায়। মামা-মামী তাকে আপন মেয়ের মতই বড় করে তোলে। আজ পর্যন্ত মুমুর সাথে তার বাবার দেখা হয়নি। মুমু হঠাৎ একদিন জানতে পারে তার বাবা থাইল্যান্ডে আছে। ব্যস, এখন শুধু বাবাকে খুঁজে ফেরা।

হিউ জ্যাকম্যানের মোবাইল বিপত্তি

এমনটি আরেকবার ঘটেছিল লরেন্স ফিশবার্নের মঞ্চনাটক লায়ন ইন দ্য উইন্টার পারফরমেন্সের সময়। দর্শকদের কারও মোবাইল বেজে ওঠায় তিনি তার অভিনয় থামিয়ে দর্শকটিকে মোবাইল বন্ধ রাখার জন্য ভর্ৎসনা করেছিলেন। এবার ঘটলো হিউ জ্যাকম্যানের ক্ষেত্রে। তিনি এবং ড্যানিয়েল ক্রেইগ সেদিন ব্রডওয়ে নাটক আ স্টেডি রেইন-এ পারফর্ম করছিলেন।

সময়টা ছিল হিউ জ্যাকম্যানের পারফর্মেন্সের। হঠাৎ কোন দর্শকের মোবাইল ফোনটি বেজে ওঠে। জ্যাকম্যান তার অভিনয় থামিয়ে বলে ওঠেন, 'আপনি কি ফোনটি ধরবেন?' তার এমন আচরণে দশর্করা উল্লাসে ফেটে পড়ে। ফোনের রিং অব্যাহত থাকলে তিনি আবার অনুরোধ করেন, 'অনুগ্রহ করে মোবাইল ফোনটি বন্ধ রাখুন।' তারপর তিনি জেরার শোয়েনফিল্ড থিয়েটারের মঞ্চে কিছুক্ষণ পাঁয়চারী করেন। এক মিনিট পর রিং বাজা থামলে তিনি তার পারফরমেন্স শুরু করেন। এ বিষয়ে নাটকটির প্রযোজকরা কোন মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানায়।

মোবাইল বিপত্তির অবতারণা হয় নাটকের একটি উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে। এ সময় জ্যাকম্যানের চরিত্র এক শিকাগো পুলিশ কর্মকর্তা তার ভয়াবতা অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছিল।

নিয়ম অনুযায়ী পরে থিয়েটারের লাউড স্পিকারে দর্শক ও পৃষ্ঠপোষকদের মোবাইল বন্ধ রাখার অনুরোধ করা হয়। আশাররাও প্রতি সারিতে গিয়ে দর্শকদের একই অনুরোধ করে। কোন দর্শক পুরো দৃশ্যটি তার ভিডিও মোবাইল ফোনে ধারণ করে। এটি টিএমবি ডটকম সাইটে পোস্ট করা হয়। কিথ হাফ-এর লেখা নাটকটিতে দু'জন পুলিশ সদস্যের সম্পর্ক বর্ণিত হয়েছে।

গ্রন্থনা : মোহাম্মদ শাহ আলম

পর্দার আড়ালের মানুষ

৩৭ বছর ধরে চলচিত্রে সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন মোঃ মমতাজুর রহমান

স্টাফ রিপোর্টার ঃ তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা। কিন্তু কখনোই গলা ফাটিয়ে বলেননি, 'আমি মুক্তিযোদ্ধা'। কারণ তিনি মনে করেন, হানাদার বাহিনীর কবল থেকে অন্য সবার মতো দেশ স্বাধীন করা ছিল আমার কর্তব্য। আমি এ কর্তব্য পালন করেছি। এখানে জোর গলায় বলার দরকার নেই 'আমি মুক্তি যোদ্ধা'। দীর্ঘ ৩৭ বছর ধরে তিনি চলচ্চিত্রের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। সততার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। চলচ্চিত্রের মানুষ তাকে একজন সৎ মানুষ হিসেবে চেনেন। পর্দার আড়ালে নিভৃতচারী এই মানুষটির নাম মোঃ মমতাজুর রহমান। বর্তমানে চলচ্চিত্রের সবচেয়ে বড় প্রযোজনা সংস্থা অমি বনি কথাচিত্রের জেনারেল ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করছেন। চলচ্চিত্রের প্রায় সব অলিগলি তার জানা। মাঝে মাঝে শখের বশে পরিচালকের সহকারী হিসেবে কাজ

করেছেন। কখনো নির্বাহী প্রযোজকের দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু কখনোই সিনেমা প্রযোজনা বা পরিচালনা করার ইচ্ছা তার মধ্যে জাগেনি। কারণ তিনি মনে করেন, সিনেমা প্রযোজনা করার মতো অর্থ তার নেই। আর পরিচালনা করেননি অনিশ্চয়তার কারণে। তার কথা, জেনারেল ম্যানেজার হয়ে অন্তত বেতনটা তো পাচ্ছি। এ নিয়েই আমি আল্লাহর দরবারে শোকরিয়া আদায় করি। তিনি বলেন, ৩৭ বছর ধরে চলচ্চিত্রের সঙ্গে জড়িয়ে আছি। অনেক উত্থান-পতন দেখেছি। আগে এহতেশাম, মুস্তাফিজ, কাজী জহির, দিলীপ সোম, মিতারা সিনেমাকে উজ্জ্বল করে রেখেছিলেন। তাদের সময়ও দেখেছি, মাঝের অন্ধকার সময়ও দেখেছি আবার বর্তমানও দেখছি। অন্ধকার সময়ে চলচ্চিত্রে কিছু অশিক্ষিত লোক ঢুকে পড়ে। অশ্লীল সিনেমা নির্মাণ করে চলচ্চিত্রকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে গিয়েছিল। সেই সময় থেকে বেরিয়ে আবার চলচ্চিত্র একটু আলোর মুখ দেখছে। এ ক্ষেত্রে আমি ডিপজল সাহেবের অবদানের কথা বলবো। তিনি কোটি টাকার কাবিন, চাচ্চু, পিতার আসন নির্মাণ করে সিনেমার মোড় ঘুরিয়েছিলেন। মমতাজুর রহমান বলেন, অনেক কথা বলা যায়। এ জীবনে চলচ্চিত্রে যা দেখেছি, তা ফুরাবার নয়। ইংল্যান্ডে চাকরি পেয়েও এই চলচ্চিত্রের টানেই দেশে ফিরে আসি। স্বাধীনতার আগে গ্র্যাজুয়েশন করেছি। স্বাধীনতার পর আমার মুক্তিযোদ্ধা বন্ধুরা সরকারের বিশেষ সুযোগে পুলিশের চাকরিতে ঢুকে পড়েন। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যোগদান করিনি। সৎ পথে চলার জন্য ও পথে যাইনি। ওমুকের বাড়ি আছে, আমারও থাকা দরকার– এ ধরনের ইচ্ছা কখনো হয়নি। এখন আল্লাহ পাক যে অবস্থায় রেখেছেন, তাতেই আমি খুশি। উল্লেখ্য, মোঃ মমতাজুর রহমান ১৯৭২ সালে আলী কাওসার পরিচালিত ভাই-বোন সিনেমার মাধ্যমে সহকারী পরিচালক হিসেবে চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত হন। ৬-৭টি সিনেমায় তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। সর্বশেষ আমজাদ হোসেন পরিচালিত ‘প্রাণের মানুষ’ সিনেমায় সহকারী পরিচালক হিসেবে ছিলেন। প্রায় ১৫টি সিনেমায় নির্বাহী প্রযোজকের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমান চলচ্চিত্র সম্পর্কে তার মন্তব্য, ‘শিক্ষার অভাব’।

বলিউড শীর্ষ পাঁচ

১। ওয়ান্টেড (সালমান খান, আয়েশা টাকিয়া, বিনোদ খান্না, মহেশ মান্ডাবেকার) ২। দিল বোলে হাড়িপ্পা (শাহিদ কাপুর, রানী মুখার্জী, অনুপম শেখর) ৩। লাইফ পার্টনার (গোবিন্দ, ফারদিন খান, তুষার কাপুর, জিনেলিয়া ডি’সুজা) ৪। কামিনে (শাহিদ কাপুর, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, অমল গুপ্তে) ৫। বাবর

হলিউড শীর্ষ পাঁচ

১। ক্লাউডি উইথ এ চান্স অফ মিটবলস (এনিমেশন, ভয়েসওভার ঃ বিল হেডার, অ্যানা ফ্যারিস) ২। দি ইনফরমেন্ট (ম্যাট ডেমন, এডি জেমিসন) ৩। লাভ হ্যাপেন্স (জেনিফার অ্যানিস্টন, অ্যারন একহার্ট, মার্টিন শিন) ৪। আই ক্যান ডু ব্যাড অল বাই মাইসেল্ফ্ টেইলার পরি, তারাজি পি হেসন) ৫। জেনিফার’স বডি (মেজান ফক্স, অ্যামান্ডা, সাইফ্রিড)

শাহরুখের বিপরীতে ক্যাটরিনা

শাহরুখ খান আর সালমান খানের দ্বন্দ্বের কথা সবারই জানা। আর ক্যাটরিনা কাইফ যে সালমানের প্রেমিকা সেটি কারও অজানা নয়। তাই অনেকের মনে হতে পারে শাহরুখ-ক্যাটরিনা এক অসম্ভব জুটি। কিন্তু বলিউডের কিছু চলচ্চিত্র নির্মাতা একেই সম্ভব করতে যাচ্ছেন।

এর আগের প্রতিবেদন থেকে জানা গিয়েছিল, যশরাজ ফিল্মস তাদের এক সময়ের প্রিয় তারকা শাহরুখ খান এবং সালমানের প্রেমিকা ক্যাটরিনা কাইফকে নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করবে। সর্বশেষ জানা গেছে, শাহরুখের বন্ধু করন জোহরও একই জুটিকে নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছেন।

সম্প্রতি করন এক নিউজ চ্যানেলকে দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, হিন্দি চলচ্চিত্র শিল্পে শাহরুখ আর ক্যাটরিনার রোমান্টিক ইমেজ এখন এক নম্বর। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তিনি তাদের নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করবেন কিনা তিনি জবাব দেন তার এমন ইচ্ছা রয়েছে।

যদি যশরাজ ফিল্মস এবং করন জোহরের ধর্ম প্রডাকশন্স-এর প্রয়াস সফল হয় তাহলে অচিরেই ক্যাটরিনা ও

শাহরুখকে নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হবে। সালমান খান বলেছেন, ক্যাটরিনা হলিউডের একজন 'ইডিয়ট' ছাড়া যে কারও বিপরীতে অভিনয় করতে পারেন। তাতে তার আপত্তি নেই, সালমান আরও নিশ্চিত করেছেন, এই 'ইডিয়টটি' শাহরুখ নন।

সুতরাং দুয়ার পুরোপুরি খোলা আছে। এমন শুধু একটি উপযোগী চিত্রনাট্য তৈরি হলেই হয়। এই উপযুক্ত চিত্রনাট্যের ওপর নির্মিতব্য চলচ্চিত্রটিতে শাহরুখ আর ক্যাটরিনা জুটি বেঁধে অভিনয় করলে সালমানের কোনরকম আপত্তি থাকবে না।

রোজা ক্যাটালানোর নতুন প্রেম চীন

সাইফ আলী খানের প্রাক্তন ইতালীয় প্রেমিকা রোজা ক্যাটালানোর যখন খাতরো কে খিলাড়ী রিয়েলিটি শোয়ের আতঙ্ক সামলাচ্ছেন তখন অনুষ্ঠানটির উপস্থাপক অক্ষয় কুমারের কাছ থেকে নতুন এক বিষয়ে দীক্ষা নিয়েছেন। রোজা গত চার বছর যাবত কিক-বক্সিংয়ের প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। অবশ্য অনেক আগেই তার মার্শাল আর্টসে হাতেখড়ি হয়েছে। এবার তিনি মার্শাল আর্টসের অন্যতম প্রাচীন ধারা উশু কুংফুতে হাত পাকানোর জন্য চীন দেশে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সব ঠিকঠাক চললে তিনি আনান হেলানের কাছে এই মার্শাল আর্টস শিখবেন।

রোজা বলেন, 'মার্শাল আর্টস শেখার আগ্রহ আমার অনেক আগে থেকে আর শাওলিন টেম্পলের উশুর ওপর কিছু হয় না। আমি খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি। অনেকে মনে করে, মার্শাল আর্টস শুধু আত্মরক্ষার একটি কৌশল। কিন্তু আমি মনে করি এটি দেহ ও আত্মার সমন্বয় সাধনে কার্যকরী। এতে শরীর ভাল থাকে।'

মার্শাল আর্টস দক্ষতা অর্জনের সাথে সাথে বলিউডের অ্যাকশন চলচ্চিত্রে নিশ্চিত করে রোজার চাহিদা বাড়বে। যে প্রযোজকরা সাইফাই আর অ্যাকশন চলচ্চিত্র নির্মাণ করে তারা নিশ্চয়ই তাকে নিয়ে আগ্রহী হয়ে উঠবে।

মাসুদ পারভেজের ৪০ দিনের কর্মবিরতি

স্টাফ রিপোর্টার ঃ প্রযোজক-পরিচালক, নায়ক মাসুদ পারভেজ সোহেলরানা দীর্ঘ ৪০ দিন কর্মবিরতির পর অফিস এবং শুটিং-ডাবিংয়ে অংশ নিয়েছেন। রমজান মাস শুরুর এক সপ্তাহ আগে থেকেই তিনি কাকরাইলের ফিল্ম অফিসে আসা বন্ধ করে দেন। পুরো রমজান মাসে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য বাসা থেকে বের হয়েছিলেন। বাকিটা সময় বাসায় দোতলায় কাটিয়েছেন। সেদিন তার উত্তরা ৪ নম্বর সেক্টরের বাসায় বসে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেন। প্রযোজক সমিতির বর্তমান নেতৃত্ব, সেন্সর বোর্ড এবং সমগ্র চলচ্চিত্র শিল্পের দুরবস্থা নিয়ে তিনি প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি খুব শিগগিরই প্রয়োজক পরিবেশক সমিতির নির্বাহী পরিষদের সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করতে পারেন বলেও আভাষ দেন। তিনি বলেন, পি-ফিল্ম চালু করে চলচ্চিত্রের নির্মাণ পরিবেশ ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত, সেন্সর বোর্ডের পরিবর্তন ভিডিও পাইরেসি বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত নতুন ছবি শুরু করবেন না বলেও জানান।